দৈনিক সংবাদ

MAR. 08 2000

52

তারিখ ...............

পৃষ্ঠা ..৪.. কলাম ..৭.......

# ইংরেজি শিক্ষার মান পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা

সংবাদ-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রফেসর ডঃ দীপক কান্তি দাশের উপরোক্ত শিরোনামের লেখাটি প্রকাশের জন্যে সংবাদ সম্পাদক ও নিবন্ধকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নিবন্ধকার তার লেখার মাধ্যমে আমাদের দেশের তথাকথিত ইংরেজি প্রেমিকদের মুখে চপেটাঘাত করেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে।

অপ্রয়োজনীয় ইংরেজির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বেসরকারি খাতের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো। এসব ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির নাম থেকে শুরু করে সবকিছুই ইংরেজিতে চলে যার কোন প্রয়োজনই নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম হল 'দি সিটি ব্যাংক লিঃ' যার নাম ইংরেজিতে হলেও সব কাজকর্ম বাংলাতে চলে। মজার ব্যাপার হল সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কাজকর্মও কিন্তু বাংলাতে চলে। তাহলে অন্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে বাংলায় কাজ চালাতে অসুবিধা কোথায়?

ইংরেজিকে অহেতুক গুরুত্ব দিতে গিয়ে এসব ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ পুরো ব্যাপারটিকে গুবলেট করে ফেলছেন। ইংরেজিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে অনেক ভাল কর্মকর্তা শুধু ভালো ইংরেজি না জানার অপরাধে অবহেলার শিকার হচ্ছেন। অথচ ভাল ইংরেজি জানলেই একজন যে ভাল ব্যাংকার হবেন এমনটি কিন্তু নয়। শুধু বৈদেশিক যোগাযোগ ছাড়া ব্যাংকগুলোতে ইংরেজি ব্যবহার তেমন প্রয়োজনই নেই। তাহলে অন্তত বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিটি ব্যাংকের কাজকর্ম চালু থাকতো না।

অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে, অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে বাংলাভাষার হেলাফেলা কিছুটা হলেও কমবে।

আক্তারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল।